সংবাদ

তারিখ ... 2 6 SEP 2005
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৭

পাকিস্তানের মাদ্রাসাগুলোকে রাষ্ট্র ও সমাজের মূলধারায় আনার প্রথম পদক্ষেপ

পাকিস্তানের মাদ্রাসাগুলো সরকারি রেজিস্ট্রেশন নিতে সম্মত হয়েছে। গত জুলাইয়ে লন্ডনে জঙ্গি বোমা হামলার পর প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফ পাকিস্তানের মাদ্রাসাগুলোকে সরকারি নিবন্ধনভুক্ত করার ব্যাপারে চাপ দিতে শুরু করেন। এতদিন পর্যন্ত মাদ্রাসাগুলো নথিভুক্ত হতে অস্বীকৃতি জানিয়ে আসছিল। গত শুক্রবার পাকিস্তানের ১৩ হাজার ৫০০ মাদ্রাসার প্রতিনিধিত্বকারী একটি দল ইসলামাবাদে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এ বিষয়ে তাদের সম্মতি জানান। এর আগে প্রায় দু'মাস ধরে তারা জেনারেল মোশাররফের আদেশের বিরোধিতা করেছেন। তবে এ ব্যাপারে দুটো শর্ত দিয়েছেন পাকিস্তানি মাদ্রাসাগুলোর প্রতিনিধিরা। একটি হচ্ছে- এ প্রক্রিয়ায় পার্লামেন্টে অনুমোদনের ব্যবস্থা করতে হবে; আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে- মাদ্রাসাগুলো তাদের আর্থিক উৎস সম্পর্কে জানাতে বাধ্য থাকবে না।

পাকিস্তানের মাদ্রাসাগুলোকে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে এবং নির্দিষ্ট কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত করে মূলধারার শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত করার প্রশ্নটি সম্প্রতি সামনে চলে এসেছে। ২০০২ সালের নির্বাচনের ঠিক আগে জেনারেল পারভেজ মোশাররফ এক আদেশবলে স্নাতক ডিগ্রিকে জাতীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ন্যূনতম যোগ্যতা হিসেবে ঘোষণা করেন। পরবর্তী সময়ে স্থানীয় সরকার নির্বাচন প্রশ্নে পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্ট আদেশ দেন যে, মাদ্রাসা সার্টিফিকেট সাধারণ স্কুলগুলোর দশম গ্রেডের সমতুল্য নয়; সুতরাং মাদ্রাসা থেকে পাস করা প্রার্থীরা স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। সংশ্লিষ্ট রায়ে পাকিস্তানের সর্বোচ্চ আদালত আরও বলেছে, বেসরকারি মতে পরিচালিত এসব মাদ্রাসা কোন সংবিধিবদ্ধ অনুমোদন ছাড়াই যেমন চলছে, তেমনি কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষা বোর্ডের এফিলিয়েশনও তাদের নেই। আরও বলেছে পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্ট, মাদ্রাসাগুলোতে ছাত্রদের সাধারণ শিক্ষার একটি বিষয়ও পড়ানো হয় না। ফলে তারা সমাজের মূলধারা বা কর্মসংস্থান অথবা কোন তৎপরতার সঙ্গে কখনোই যুক্ত হতে পারে না।

পাকিস্তানের মাদ্রাসাগুলো অনিয়ন্ত্রিতভাবে সমাজ ও শিক্ষার মূলধারার বাইরে বিদেশী অর্থে পরিচালিত ও জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী জঙ্গি কার্যকলাপে লিপ্ত হচ্ছে বলেই পাকিস্তান সরকার এবং আদালত মাদ্রাসাগুলোকে মূলধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছে। একই ধরনের সমস্যা বাংলাদেশেও রয়েছে। এদেশেও হাজার হাজার কওমী মাদ্রাসা কোন রকম নিয়ন্ত্রণ বা তদারকি ছাড়া সরাসরি বিদেশী অর্থে পরিচালিত হচ্ছে। এসব মাদ্রাসা সম্পর্কে কোথাও কোন তথ্য যেমন নেই, তেমনি এসব মাদ্রাসায় কী পড়ানো হচ্ছে, কিভাবে পড়ানো হচ্ছে সে সম্পর্কেও কারও জানা নেই। অথচ প্রতি বছর লাখ লাখ ছাত্র বেরিয়ে আসছে এসব মাদ্রাসা থেকে এবং প্রতি বছর মাদ্রাসার সংখ্যাও বাড়ছে কোন ধরনের হিসাব ছাড়া।

এসব মাদ্রাসা পরিচালনায় অর্থ আসে সৌদি আরব, কুয়েত, আরব আমিরাতের মতো মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকে। বলাবাহুল্য এসব অর্থের কোন হিসাব কখনোই দেয়া হয় না। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো অর্থ দিয়ে মাদ্রাসা এবং মাদ্রাসার ছাত্র তৈরি করছে; কিন্তু তারা কখনোই এসব ছাত্রকে চাকরি দেয়ার জন্য নিজেদের দেশে গ্রহণ করে না। কাজের জন্য গ্রহণ করে সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত জনশক্তি এবং শ্রমিক। অর্থাৎ তারাও জানে যে মাদ্রাসা থেকে যারা বেরিয়ে আসছে তারা আর্থ-সামাজিক সেক্টরে কোন কাজে আসবে না। তারা অনুৎপাদনশীল। সে কারণে তাদের নিজেরা কখনও গ্রহণ করে না। অথচ বাংলাদেশের ওপর প্রতি বছর এভাবে বিশাল এক জনগোষ্ঠী চাপিয়ে দিচ্ছে যারা মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত; কিন্তু সমাজ ও রাষ্ট্রের মূলধারার কাজের অনুপযুক্ত, অনুৎপাদনশীল। তারা না নিজের দেশের সমাজ ও অর্থনীতিতে কোন অবদান রাখতে পারছে, না বিদেশে গিয়ে জনশক্তি হিসেবে অর্থ উপার্জন করতে পারছে।

এভাবে রাষ্ট্রের যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে গত কয়েক দশকে অনুৎপাদনশীল এক মানব বাহিনী তৈরি করতে গিয়ে। এ ব্যাপারে আমাদের এখনই পাকিস্তানের পথ অনুসরণ করা অপরিহার্য। মাদ্রাসাগুলোকে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে এনে রেজিস্ট্রেশন করা প্রয়োজন। উপযুক্ত কারিকুলাম তৈরি করা প্রয়োজন মাদ্রাসাগুলোর জন্য। যার লক্ষ্য হবে কয়েক বছরের মধ্যে মাদ্রাসা শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার সমমানে উন্নীত করা। যেন মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণ-তরুণীরা সমাজের আর দশটি ছেলেমেয়ের মতো মূলধারায় যুক্ত ও উৎপাদনশীল জনশক্তিতে পরিণত হতে পারে।